খালেদার জাপান সফর

কি পেলো বাংলাদেশ

হাবিবুর রহমান মিন্টু, টোকিও থেকে

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাপান ঘুরে গেলেন। ঢাকার প্রচারমাধ্যমে এ নিয়ে মাতামাতি দেখলাম। কিন্তু জাপানে বসে টেরই পেলাম না। এক লাইন খবরও দেখলাম না মিডিয়ায়। সফরের শেষ দিনে জাপানি বার্তা সংস্থা কিউডো'র একটি খবর দেখে আমরা প্রবাসীরা হতবাক হলাম। আশাহত তো বটেই। হাজার হলেও তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী। দেশের স্বার্থ নিয়ে কথাবার্তা বলবেন। জাপানিদের মন জয় করবেন। জাপান তো আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। বিপদে তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতেও দাঁড়াবে। সফরের শুরুতে ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় যে খবরাখবর আমরা দেখেছিলাম, টোকিওতে বসে তাতে এ ধারণাই হয়েছিল, বাজিমাত করে যাবেন খালেদা। রাষ্ট্রদূত সিরাজুল ইসলাম একধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর এ সফর মাইলফলক হয়ে থাকবে। বাস্তবে কি তা হলো? নানা প্রশ্ন, বিস্তর কানাঘুষা। প্রকাশ্যেই অনেকে বলছেন, এ সফর বাংলাদেশের ইমেজ বৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও বৈষয়িক বিষয়ে দারুণভাবে ফ্লপ। শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছি। জাপানে আছি ১৫ বছর। এর মধ্যে দু'জন প্রধানমন্ত্রী সফর করে গেলেন। ১৯৯৪ সালে খালেদা জিয়া জাপান সফর করেছিলেন। শেখ হাসিনাও তার জমানায় একবার জাপান সফর করেন। খালেদা জিয়া যখন প্রথম জাপান সফরে আসেন, তখন তার সফরসঙ্গীদের অন্তত ১২ জনকে রাজকীয় প্রাসাদে বিশেষ মর্যাদায় রাখা হয়েছিল। এবার নিজ খরচায় হোটেল ইম্পিরিয়েলে বিশাল দলবল নিয়ে থেকে গেলেন। কেন এই পরিবর্তন? পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান যখন বলছেন, দু'দেশের সম্পর্কে নতুন হাওয়া লেগেছে, তখন রাজকীয় প্রাসাদে প্রধানমন্ত্রীকে রাখলো না কেন জাপান? নিশ্চয়ই এর পেছনে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় জড়িত রয়েছে। যাকগে, স্থানীয় মিডিয়ায় কোনো আগ্রহই দেখা যায়নি এ সফরকালে। সাধারণ ভদ্রতা করে অনেকেই বলেছিলেন, আসাই সিম্বুন কিংবা জাপান টাইমস নিশ্চয়ই

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইমপেরিয়াল প্যালেসে জাপানের সম্রাট আকিহিতোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

প্রধানমন্ত্রীর সফরের নানা দিক তুলে ধরবে। যুক্তি ছিল হাজার হাজার ডলার তাদের দেয়া হয়েছে ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য। ভদ্রতার লেশমাত্র ছিল না। ক্রোড়পত্রের নিবন্ধ নিয়ে কথা বলতে চাই না। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করি সেখানকার একজন শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, বাংলাদেশের সাকসেস স্টোরি অনেক আছে। কিন্তু নিবন্ধ দেখে হতাশ হয়েছি। আসলে আমার নিজেরও মনে হয়েছে, এগুলো ছিল গরুর রচনা। এ নিয়ে সমালোচনা করতে চাই না। কারণ মন খারাপ হবে অনেকের। বিশেষ করে রাষ্ট্রদূত সাহেব ক্ষেপে যাবেন। এমনিতেই দাওয়াত পাইনি প্রধানমন্ত্রীর কোনো কর্মসূচিতে। শহীদ মিনারের শিলান্যাসের জন্য কষ্ট করে রোজগার করা বৈদেশিক মুদ্রা যোগান দিয়েও দাওয়াত পাইনি। এ কষ্টের কথা কাকে বলবো। জাপান টাইমস খারাপ খবরটি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে টাকা দিয়ে পত্রিকার পাতায় নিবন্ধ ছাপা গেলেও খবর কেনা যায় না।

> **মাসুম ইকবাল যার মাথা থেকে প্রথম বের হয়েছিল ইকেবুকুরো পার্কে শহীদ মিনার স্থাপনের কথা, তাকেও মঞ্চে দেখা গেল না। ধারাভাষ্যেও তার কথা বলা হলো না। আওয়ামী লীগ সমর্থকরা তো বর্জন করেন অনুষ্ঠান**

জাপান চেয়েছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া খোলামেলা বলে দেবেন নিরাপত্তা পরিষদে তাদের প্রতি বাংলাদেশের অবস্থান। বললেন ঠিকই, জাপান খুশি হলো না। বিশ্বাস করতে পারলো না। জাপান টাইমসের রিপোর্টে এটাই পরিষ্কার, ভারতের ভয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কিছু বলেননি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সতর্কতার সঙ্গে। যার মধ্যে নতুন কিছু ছিল না। দূতাবাসের একজন কর্মী কথায় কথায় বললেন, যৌথ ইশতেহার প্রণয়নকালে ভারতের প্রসঙ্গ নাকি বারবার এসেছিল। পদ্মা সেতুতে জাপানি সাহায্য জরুরি। খালেদা জিয়ার মাথায় এই বিষয়টি অগ্রাধিকারের তালিকায় ছিল। কিন্তু জাপান বাংলাদেশের মতোই 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যার মূল্য খুবই কম। প্রশ্ন জেগেছে, তাহলে বাংলাদেশ এই সফর থেকে কী পেল? শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন আর তিনটি চুক্তি সই ছাড়া দৃশ্যমান নয় অন্য কিছু। চুক্তি সইয়ের জন্য তো প্রধানমন্ত্রীর আসার দরকার ছিল না। শহীদ মিনারের কথা বলতে গেলে একরাশ দুঃখের কথাই বলতে হবে। রাষ্ট্রদূত নিজের মতো সাজিয়েছেন সবকিছু। ছিনতাই করে নিয়ে গেছেন আমাদের গৌরব, ঐতিহ্য। আমরা প্রবাসীরা দলমতের ঊর্ধ্বে ছিলাম। কিন্তু দূতাবাস আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নোংরা দলবাজিতে আমরা একে অপরকে শত্রু ভাবছি। প্রবাসীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের কথা না বলার মধ্যে কী আনন্দ আছে? আর এটা কোন ভদ্রতার মধ্যে পড়ে। ফোনে আর ফ্যাক্সে নাকি দাওয়াত দেয়া হয়েছে। আর যাদের ফোন-ফ্যাক্স নেই তাদের? দূতাবাসের কাছে প্রবাসীদের ঠিকানা আছে। দুই লাইনের একটি দাওয়াতপত্র

তাদের কাছে পাঠানো যেত। চ্যানেল আই'র মাধ্যমে আমরা এপ্রিল মাসে জানতে পেরেছিলাম শহীদ মিনারের ব্যাপারে জাপানি কর্মকর্তাদের মনোভাবের কথা। বিশেষ করে ইকেবুকুরো এলাকার মেয়রের অদম্য ইচ্ছার কথা। সাক্ষাৎকারও দিয়েছিলেন তিনি। রাষ্ট্রদূত একাই বাহবা নিয়ে গেলেন। মাসুম ইকবাল যার মাথা থেকে প্রথম বের হয়েছিল ইকেবুকুরো পার্কে শহীদ মিনার স্থাপনের কথা, তাকেও মঞ্চে দেখা গেল না। ধারাভাষ্যেও তার কথা বলা হলো না। আওয়ামী লীগ সমর্থকরা তো বর্জন করেন অনুষ্ঠান। মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ জানানোর প্রচেষ্টাও ছিল। পুলিশ ছিল সতর্ক। অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি। টোকিও শহরে প্রায় তিন হাজার প্রবাসী বাঙালি রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। সাক্ষাৎ তারা পাননি। এমনকি প্রবাসীদের জন্য আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অনেকে হাজির থেকেও হলে ঢুকতে পারেননি। ভেতরে কোনো ঠাঁই ছিল না। এত স্বল্প পরিসরে কেন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। টোকিও থাকা অবস্থায় দেখেছি, যখনই অন্য কোনো দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান আসেন, তাদের মধ্যে তখন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। নিরাপত্তা বেষ্টনি ভেদ করে রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানরা তার দেশের নাগরিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কথাবার্তা বলেন। অথচ প্রবাসীদের টাকায় বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন সচল রয়েছে। প্রবাসীরা তাদের মনের দুঃখের কথা, আনন্দের কথা বলতে পারেন না। নিরাপত্তারক্ষী আর ঢাকার সেগুনবাগিচা রিপাবলিকের আদমিরা সারাক্ষণই জনগণের প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে রাখে। ভাবখানা এরকম, প্রধানমন্ত্রীকে মাথায় রাখলে উঁকুনে খাবে, আর মাটিতে রাখলে পিঁপড়ায় খাবে। কি বিচিত্র দেশের বাসিন্দা আমরা! ঢাকার সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা দেখে ঘেন্না হয়। তাদের অনেক প্রতিনিধি এসেছিলেন এখানে। অথচ তারা আমাদের মনের কথা বললেন না, লিখলেন না। শুনেছি দু'জন সম্পাদকও নাকি এসেছিলেন। তারা কি করলেন? পররাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি নিজেকে ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, এই সফরে তার লাভই হয়েছে বেশি। ব্যবসা আরো সম্প্রসারিত হবে। দেশের স্বার্থ তার কাছে বড় নয় কখনো। জাপানি রিকন্ডিশন গাড়ির ব্যবসায়ীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছিলেন তারা। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেননি। প্রধানমন্ত্রী জানতেই পারলেন না রিকন্ডিশন গাড়ির ব্যবসায়ীদের কথা, যা জানলে বাংলাদেশের জনগণের লাভ হতো। ক'জন বাংলাদেশী নতুন গাড়ি কিনতে পারেন? ঢাকার রাস্তায় এখন শতকরা ৮০ভাগ গাড়ি রিকন্ডিশন। ক'বছর থেকে রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানি প্রায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা কার স্বার্থে? বাংলাদেশের অর্থনীতি এমন মজবুত নয়, যাতে করে সবাই নতুন গাড়ি কেনার ক্ষমতা রাখেন।

আমার এক জাপানি বন্ধু জানতে চাইলেন, তোমাদের প্রধানমন্ত্রী কি নিয়ে গেলেন আমাদের দেশ থেকে? জবাব দিতে পারিনি। তাকে শুধু বলেছি, বন্ধুত্ব আরো গাঢ় করতে এসেছিলেন। বন্ধুটি হেসে বললো, তাই নাকি? মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইসও তো বিশেষ এজেন্ডা নিয়ে এখানে আসেন। বাংলাদেশের কোনো এজেন্ডা নেই? মনে মনে তখন ভাবলাম, এবার যাই হোক কোনো প্রবাসী খুন হননি প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে। শেখ হাসিনার সফরের শুরুতে একজন প্রবাসী খুন হয়েছিলেন। এবার অবশ্য জাপানি পুলিশের তাড়া খাওয়া একজন ব্যবসায়ী প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার সফরসঙ্গী হয়েছিলেন!

জাপানে প্রধানমন্ত্রী

কাজী ইনসান ও রাহমান মনি, টোকিও থেকে

১২ জুলাই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় জাপান সফররত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া টোকিওর ইকেবুকুরো, নিশিগুচি কোয়েনে প্রস্তাবিত শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৩০ হাজার ডলার ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকার এই মিনারটি হামিদুর রহমানের মূল নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করবে। টোকিও শহীদ মিনার দেশের বাইরে জাপানের মাটিতে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনার। সরকারি উদ্যোগে এটি নির্মিত। লন্ডনের শহীদ মিনারটি নির্মিত হয়েছে স্থানীয় প্রবাসীদের অর্থানুকুল্যে।

১২ জুলাই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শহীদ মিনার উদ্বোধনের পর রাতে ইম্পেরিয়াল হলের লাউঞ্জে প্রবাসীদের দেয়া সংবর্ধনায় উপস্থিত হন। প্রবাসীদের জন্য ব্যাংকিং মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠাতে ব্যাংকের একটি শাখা খোলার আহ্বান জানালে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে জাপান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সব রকম ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, মাসে দুদিন দূতাবাস খোলা রাখার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

আদিবাসীর একটি গ্রুপ 'জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক' বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম সম্প্রদায়ের ৬ লাখ আদিবাসীসহ বাংলাদেশে বসবাসরত পাহাড়ি সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারের বৈরী আচরণ ও জুম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি মানবতা লঙ্ঘনের জন্য সরকারকে দায়ী করেছে। বাংলাদেশ সরকার যতদিন পাহাড়িদের প্রতি নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ, লুট, বিনা দোষে আটক, বাড়িঘরে আগুন দেয়া ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যবস্থা না করবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশকে কোনোরকম 'সরকারি উন্নয়ন সহায়তা' না দেয়ার অনুরোধ করেছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাষ্ট্রীয় সফরে জাপানে আগমনের সময় জুম্ম পিপলস্ নেটওয়ার্কের এক প্রতিনিধিদল জাপান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে এই আবেদন জানায়।

শহীদ মিনার উদ্বোধন ও নাগরিক সংবর্ধনায় প্রবাসীদের আমন্ত্রণপত্র বিলি করেছে দূতাবাস। কাকে দাওয়াত দেয়া হবে, এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল বলে মনে হয় না। কেউ একাধিকবার দাওয়াতপত্র পেয়েছেন আবার কেউ পাননি। গভীর রাত পর্যন্ত দূতাবাসের ফ্যাক্স থেকে দাওয়াত পাঠানো হয়েছে অথচ ইচ্ছে করলে ঐ একটি ফ্যাক্সের ভরসা না করে কনভিয়েন্স স্টোর বা ফ্যাক্সশপ থেকেও একসঙ্গে ফ্যাক্স পাঠানো যেতো। আওয়ামী লীগের কয়েকজনকে আমন্ত্রণপত্র পাঠানোর আগে শর্ত দিলে তারা শর্ত না মেনে আমন্ত্রণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের দাওয়াত দেয়া হয়নি। জাপান শহীদ মিনার স্থাপনের প্রস্তাবকারী মাসুম ইকবালকে শেষ দিনে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হলেও স্বল্প সময়ের জন্যও তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাষ্ট্রীয়ভাবে জাপান সফরের সময় জাপানের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বাংলাদেশী প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগ বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জিটকো (JITCO) এই চুক্তিতে দু'দেশের পক্ষে স্বাক্ষর করে। এই প্রশিক্ষণার্থীরা প্রথম ১ বছরের জন্য নিয়োগ পাবেন এরপর কর্মতৎপরতা বিবেচনায় আরো দুই বছরসহ মোট ৩ বছর তারা জাপানে প্রশিক্ষণ নেবেন। বলা বাহুল্য, এই নিয়োগটি হবে প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগ, শ্রমিক নিয়োগ নয়।